দৈনিক সংবাদ

011

তারিখ 09 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

সরকারী কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি সমস্যা

মোঃ রুহুল আমীন

১লা ফাল্গুন ১৩৯৪ 'কলেজ শিক্ষকদের সমস্যার কয়েকটি দিক' ও ১৪ই ফাল্গুন ১৩৯৪ 'সরকারী কলেজ শিক্ষক সংকট নিরসন প্রসঙ্গ' শীর্ষক নিবন্ধ দুটোতে লেখকদ্বয় শ্রী হারাধন গাঙ্গুলী ও জনাব শাহ আলম চৌধুরী যা বলতে চেয়েছেন তা বেশ ভালো করে পড়েছি, কারণ সমস্যাটি আমারও। আমি দীর্ঘ ১২ বছর ধরে প্রভাষক। উভয়ের অভিজ্ঞতা ও আমার অনুভব হতে প্রতীয়মান সত্য এই যে, ভারত বিভাগ-পূর্ব আমলে প্রতিষ্ঠিত, পাকিস্তানী আমলে সরকারীকৃত ও বাংলাদেশে আত্মীকৃত বিভিন্ন পর্যায়ে মোট মিলিয়ে ১৬৬টি সরকারী কলেজে বিভিন্ন মানের শিক্ষকরা বর্তমানে একই অসমতলে আবদ্ধ। বিশেষতঃ পদোন্নতির যোগ্যতা নির্ধারণ এখন অক্টোপাশীয় সমস্যায় আকীর্ণ। বিনাশন অবশ্য প্রয়োজন এ জটিলতার। প্রস্তাব উপপ্রস্তাব বাস্তব অবাস্তব এ প্রসঙ্গে এসেছে বহু। যে যার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমস্যার আলোকে যুক্তি প্রক্ষেপণ করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের সকলকে চিন্তার একই সমতলে দাঁড়িয়ে সমষ্টির সমস্যা হিসেবে একে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা তা আজও পারিনি।

বিষয়টি সূক্ষ্ম। কারণ শিক্ষার ফল তো আর রাতারাতি পাওয়া যায় না। তুলনামূলকভাবে ভালো শিক্ষক কি দিবেন আর মন্দ শিক্ষক কি দিচ্ছেন তার বিচার এ মুহূর্তে করা যাবে না। তবে স্বতঃসিদ্ধ যে, ভাল শিক্ষক ভালো জাতি গড়বেন। কিন্তু এ ভালোর সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা আমাদের কলেজগুলোতে দূরে থাকুক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও যে এ বিষয়ে খুব একটা ভাবেন তা তাদের শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির অবস্থা দেখে মনে হয় না। (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির মান সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকার বিবরণ ও ভাষ্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য)।

জনাব শাহ আলম চৌধুরীর সবগুলো প্রস্তাবই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন। শুধু তিন নম্বর ও সাত নম্বর বাদে-- যাতে তিনি বলেছেন 'বর্তমান বি,সি,এস ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা শিক্ষকের পদোন্নতির জন্য আদৌ প্রযোজ্য হতে পারে না। এতে একজন শিক্ষকের সঠিক যোগ্যতা যাচাই হয় না', এবং 'শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে দু'টি আলাদা যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি চালু করা হোক। যার যেদিকে যোগ্যতা প্রমাণ হবে তাকে সেদিকে রাখা উচিত।' এ দুটো প্রস্তাব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাকে এড়িয়ে যাবার জন্যই হয়তো তিনি দিয়েছেন। বি,সি,এস রিক্রুটমেন্ট রুলস ১৯৮১ অনুসারে, সব ক্যাডারভুক্ত অফিসারের জন্যই পদোন্নতির প্রতিটি স্তরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারী কলেজ শিক্ষকরা শুধু শিক্ষকই নন, ক্যাডারভুক্ত অফিসারও বটে। অতএব, এ নিয়ম তার বেলায়ও প্রযোজ্য। এবং প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় বলেও আমি মনে করি। কারণ তাতে পি, এস সি'র মাধ্যমে আসা, সরকারীকৃত ও যে-কোন চাকরি দৈর্ঘ্যের টাইম স্কেলপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত সকল প্রভাষকই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। এতে করে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ ও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকতার সাফল্যের মূল্যায়নের যে প্রস্তাবটি জনাব শাহ আলম দিয়েছেন তা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। শিক্ষকদের প্রচুর অবকাশ। বছরের অনেক সময়ই পড়ে থাকে পড়াশুনা ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার জন্য। মাত্র তিনশ' নম্বরের বিভাগীয় পরীক্ষা এ জন্য অন্তরায় হবার কথা নয় কোনক্রমেই।

অবশ্য এধরনের পরীক্ষায় অনেকের বেশ সময়ের অপচয় হবে (যেমন আমার বেলায়ও হচ্ছে), তবুও আমি এটাকেই যৌক্তিক বলে মানি। কারণ ব্যক্তিগত কিছু ক্ষতি হলেও আমরা একটা সূচনা বিন্দুতে (ষ্টার্টিং পয়েন্ট) আসতে পারি সেখান থেকে পরবর্তী প্রত্যেকটি ধাপের জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষার মাধ্যমে পদোন্নতির প্রত্যাশা করতে পারি। ফলে আমাদের পারস্পরিক শ্রীকাতরতা ও ঈর্ষাবোধ শেষ হবে। আর যোগ্যতা থাকলে ওসব পরীক্ষায় অন্যকে 'সুপারসীড' করাও অসম্ভব নয়।

তারপরেও কথা থেকে যায়, এসব পরীক্ষায় আইনের প্রয়োগের শৈথিল্যের দরুন বা অন্য যে কোন কারণেই হোক যারা দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ১৪, ২০ এমনকি ২৩ বছর প্রভাষক পদে অন্তরীণ রইলেন তাদের দিকটা মানবীয় কারণেই বিবেচনা করা অবশ্য উচিত।

শ্রী হারাধন গাঙ্গুলী প্রশ্ন করেছেন চাকরিকাল চার বছর অতিক্রম করা তরুণের সঙ্গে ১১ বছর চাকরি করা প্রৌঢ় কিভাবে একই বেঞ্চে বসে পরীক্ষা দেবেন। এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ মন্তব্য বোধ হয় এই যে, কোন অবস্থাই চিরকালীন কিছু নয়। অবস্থা বদলালে আইন বদলায়। আইনও ঐশী কিছু নয়। পূর্বে কলেজ সংখ্যা ১৬৬টি ছিল না। শিক্ষকও এতো বেশী ছিল না, সমস্যাও এমন জট পাকায়নি। সরকার যেহেতু অনেকগুলো কলেজ আত্মীকরণ করেছেনই, সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনেই তা করেছেন--তা অপরিকল্পিত কি সুপরিকল্পিত হয়েছে সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখেই আমরা সরকারের কাছে নিম্নের প্রস্তাবগুলো রাখতে পারি এবং তা আন্তরিকভাবে প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাতে পারি।

প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপ

১) আত্মীকৃত শিক্ষকদের বেলায় প্রকৃত চাকরিকালকে গণনা করা হোক এবং আত্মীকরণ বিধি ১৯৮১ সংশোধন করা হোক।

২) আত্মীকরণ বিধি ১৯৮১ সংশোধন করে, বি,সি,এস রিক্রুটমেন্ট বিধি ১৯৮১ অনুসারে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া কোন শিক্ষককে সরাসরি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে আত্মীকরণ বন্ধ করা হোক।

৩) ইতিমধ্যে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যারা আত্মীকৃত হয়েছেন বা কোনরূপ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়াই সহকারী অধ্যাপক হয়ে আছেন, তাদের বেলায় পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষা ছাড়া পদোন্নতি কোনক্রমেই যেন দেয়া না হয়। এবং তাদের বেলায় মোট পাঁচশ' নম্বরের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হোক।

৪) সকল স্তরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পদোন্নতির নিশ্চয়তা দেয়া হোক।

৫) সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত করার জন্য পাঁচশ' নম্বরের পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক।

৬) অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ বা পদোন্নতির জন্য সুপিরিয়র সার্ভিস পুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক করা হোক।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো আন্তরিকভাবে ও নিয়মনিষ্ঠ উপায়ে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষক ও শিক্ষার মান অবশ্যই উন্নত হবে। অতীতে গুণ নির্বাচনের এ রকম কোন প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কখনো করেছেন বলে আমার জানা নেই। আন্তরিকতা নিয়ে ভাবলে, দৃঢ়তা নিয়ে কাজ করলে কোন সমস্যাই অসাধিত থাকে না। কিন্তু কথা হচ্ছে কে ভাববে আর করবে? আমরা সবাইতো আপনাকে নিয়েই ব্যস্ত, কারণ আমরা যে সবাই দেশের দেশটাতো আমাদের নয়।